আমাদের সময়

তারিখ ... 07 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৬ ...

উচ্চশিক্ষায় ভর্তি বিড়ম্বনায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা

এম এইচ রবিন ●

মাদ্রাসা বোর্ড থেকে আলিম পাস করা শিক্ষার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজে অনার্স ভর্তি হতে গিয়ে ডিজিটাল বিড়ম্বনায় পড়ছেন। শিক্ষার্থীরা অনলাইনে 'ইসলামিক স্টাডিজ' ব্যতীত বাংলা, ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, ইতিহাস কিংবা অর্থনীতিসহ অন্য কোনো বিষয়ে আবেদন করতে পারছেন না। এ সমস্যায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আর বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড একে অন্যকে দোষারোপ করছে। চলতি বছর আলিম পাস করা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা আমাদের সময়কে এসব তথ্য জানান।

শিক্ষার্থী সালমা আক্তার জানান, ১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া অনার্স ১ম বর্ষের অনলাইন ভর্তিতে পছন্দের সাবজেক্ট দিতে পারছি না। এতে চরম বিড়ম্বনায় পড়েছি। তার আরেক সহপাঠী নাজমা আক্তার জানান, অনলাইনে ইসলামিক স্টাডিজ ছাড়া অন্য কোনো বিষয় পছন্দের সুযোগ রাখা হয়নি। অন্যদিকে আবু মুছা, জোবায়ের আল হাসান ও ইউসুফ মামুনসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পিতভাবে মাদ্রাসাছাত্রদের উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বিষয়টি অনিচ্ছাকৃত ভুল দাবি করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা বোর্ড পরস্পরকে দোষারোপ করছে। তারা বলেন, আমরা দাখিল ও আলিমে বাংলা-ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের পড়াশোনা করে এসেছি। এরপর যে কোনো বিষয়ে ভর্তিতে কোনো বাধা এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

উচ্চশিক্ষায় ভর্তি বিড়ম্বনায় মাদ্রাসা

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) থাকার কথা নয়। তার পরও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সব বিষয়ে ভর্তির অপশন বন্ধ করে রেখেছে। এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মাদ্রাসা বোর্ড সঠিক তথ্য না দেওয়ার কারণে এমনটি হয়েছে। অন্যদিকে মাদ্রাসা বোর্ড বলছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সব ধরনের তথ্য দেওয়া হয়েছে। তাদের ভুল এখন আমাদের ওপর চাপাচ্ছে। তবে এ সমস্যা শিগগিরই সমাধান হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

শিক্ষার্থীদের বিড়ম্বনার কথা স্বীকার করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা মূল কমিটির সদস্য ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোবাশ্বেরা খানম আমাদের সময়কে বলেন, মাদ্রাসা বোর্ডের অসহযোগিতার কারণে এমনটি হয়েছে। তারা আমাদের নতুন বিষয়গুলোর কোর্ড নম্বর দেয়নি। দু-একদিনের মধ্যেই এ সমস্যার সমধান হয়ে যাবে। তিনি জানান, যারা আবেদন করে ফেলেছেন, তারা আবেদন বাতিল করে নতুন করে আবেদন করতে পারবেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযোগ অস্বীকার করে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান একেএম ছায়েফউল্লাহ বলেন, এটি মাদ্রাসা বোর্ডের কোনো ভুল নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিস্টেম অ্যানালিস্ট এ ভুল করেছে। বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। দু-একদিনের মধ্যেই এর সমাধান হয়ে যাবে। তিনি জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেসব বিষয় পাঠ্য ছিল, সেসব বিষয়ে আলিম শিক্ষার্থীরা অনার্সে ভর্তি হতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ক্যারিকুলাম ও প্রকাশনা বিভাগের প্রধান প্রফেসর মো. শাহাজান জানান, কিছু কারিগরি ত্রুটির কারণে এমনটি হয়েছে। এখন থেকে মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীরা সব বিষয়ে ভর্তির সুযোগ পাবেন। এ বছর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার ছিল ৯০ দশমিক ১৯ শতাংশ। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী এক হাজার ৪৩৫ জন। মাক্রাসা বোর্ডে ৮২ হাজার ৫৫৮ জনের মধ্যে পাস করেছে ৭৪ হাজার ৪৬১ জন।